আখ সমাচার

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ইক্ষু উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মাসিক

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ আনিসুল আজম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বর্ষ-১০ সংখ্যা-৫৬ ॥ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. ॥ জমাঃ আউঃ-জমা সানি ১৪৪৪ হিজরী ॥ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কৃশার সমাচার

বর্তমান সময়ে করণীয়, ডিসেম্বর ২০২২
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

(১) এ সময় পূর্বে গজিয়ে নেয়া বা প্রি-জারমিনেটেড বীজ দ্বারা আখ রোপন করুন।

(২) সন্তোষজনক অংকুরোদগমের জন্য শুধুমাত্র আখের উপরের ১/২ অংশ বীজ হিসাবে ব্যবহার করুন।

(৩) আখের জমিতে গোল আলু, চারা পিঁয়াজ, নাবী জাতের ফুলকপি ও বাঁধাকপি সাথী ফসল হিসাবে চাষ করুন।

(৪) জোড়া সারিতে রোপন করা আখের জমিতে প্রথম সাথী ফসল উঠার পর ২য় সাথী ফসল চাষ করুন।

(৫) আর বিলম্ব না করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজতলায় উৎপাদিত চারাগুলো মূল জমিতে রোপন করুন এবং সাথে সাথে একটা সেচ দিন।

(৬) নভেম্বর মাসে মূল জমিতে রোপন করা রোপা আখের জমিতে রিং পদ্ধতিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন।

(৭) জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে আখ রোপনের ৭ দিনের মধ্যে একটি হালকা সেচ দিন।

(৮) সাথী ফসলের জন্য মাত্রামাফিক সার প্রয়োগ করুন।

(৯) নভেম্বর মাসে রাখা মুড়ি আখের জমিতে একই জাতে পলিব্যগ বা বীজতলায় চারা দিয়ে ফাঁকা স্থান পূরণ করুন।

"সার, সেচ, বীজ, যত্ন চারে মিলে রত্ন"

* পদ্ধতিগত মুড়ি আখ চাষ *

মোঃ আসহাব উদ্দিন
মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)

মুড়ি আখ চাষ কি?

পরিপক্ক মূল আখ কাটার পর মাটিতে অবস্থিত আখের কান্ডস্থ চোখ গজানোর পর উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে যে ফসল পাওয়া যায় তাকে মুড়ি আখের চাষ বলে। ভু-গর্ভস্থ মাটিতে থাকা চোখ সমূহের পুণঃজাগরণ। একবার রোপনের মাধ্যমে একাধিকবার জমিতে ফসল লাভ। প্রথম বছর রোপনের পর যে ফসল পাওয়া যায় তাকে বলে মূল ফসল। একই জমি থেকে পর্যায়ক্রমিক বছরগুলিতে যে ফসল পাওয়া যায় তাকে যথাক্রমে প্রথম মুড়ি, দ্বিতীয় মুড়ি প্রভৃতি বলা হয়।

মুড়ি আখচাষের সুবিধাঃ

(১) মুড়ি আখ উৎপাদনে বীজ আখের প্রয়োজন হয় না। জমি তৈরী, বীজের দাম ও রোপনের খরচ না থাকার ফলে উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কমে যায়।

(২) একক সময়ে এক জমিতে বেশি ফসল উৎপাদিত হয়।

(৩) অল্প খরচে একক সময়ে বেশী ফসল উৎপাদিত হওয়ায় মুড়ি আখ চাষ অধিক লাভজনক ।

(৪) মূল আখের চেয়ে তাড়াতাড়ি পরিপক্ক হয় বলে মুড়ি আখের শস্যকালীন সময় কম লাগে ফলে, মুড়ি আখের জীবনচক্র ছোট হয় ।

(৫) উৎপাদন কালের সার্থক ব্যবহার হয়, বিশেষতঃ আগাম আখ চাষের ক্ষেত্রে।

(৬) নির্দিষ্ট সময়ে একই জমি থেকে অধিক ফলন লাভ করা যায় ।

(৭) সেচের সুবিধা থাকলে মুড়ি আখের সাথে ১-২টি সাথী ফসলের চাষ করা সম্ভব।

(৮) প্রথম সাথী ফসল হিসাবে গ্রীষ্মকালীন মুগের চাষ করা যায়।

(৯) মূল আখ থেকে মুড়ি আখে চিনি আহরণের হার (%) অনেক বেশী ।

জমি নির্বাচনঃ

মুড়ি আখের ভাল ফলন পেতে হলে রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত মূল আখের জমি নির্বাচন করতে হবে। যে জমিতে এক মাসের বেশী বৃষ্টি বা বন্যার পানি দাঁড়ায় না এমন জমি এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন জমি নির্বাচন করা উচিত। রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি চাষ করা উচিত নয় ।

জাতঃ

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ এলাকায় মুড়ি আখ চাষের জন্য উত্তম জাত হিসাবে ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৬, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০, বিএসআরআই ৪৩, বিএসআরআই ৪৪, বিএসআরআই ৪৫, বিএসআরআই ৪৬ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

মুড়ি আখচাষের সময়ঃ

আগাম মুড়ি আখের চাষ করার জন্য মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত মূল আখ কাটা উত্তম। অতিরিক্ত শীতে আখের কান্ডস্থ চোখ ভাল গজায় না, বিধায় অতিরিক্ত শীতের সময় (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য জানুয়ারী) মুড়ি আখ চাষ না করাই ভাল। তবে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে মূল আখ কেটেও মুড়ি আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

জমি তৈরিঃ

মূল আখ কাটার সাথে সাথে জমিতে বিদ্যমান শুকনো পাতা এবং পরিত্যক্ত

অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আখের মাথা মাটির সমতলে কেটে দিতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে লাঙ্গল দিয়ে দু'সারি আখের মধ্যবর্তী স্থান জমি চাষ করে মাটি আলগা করে দিতে হবে। জমিতে রসের অভাব থাকলে একটি সেচ দিতে হবে যাতে করে অধিক সংখ্যক কুশি গজায়।

জমিতে গ্যাপ পূরণঃ

মুড়ি আখের জন্য শূণ্যস্থান পূরণ করা একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ। শূন্যস্থান পূরণের জন্য ৩০-৩৫ দিন বয়সের পূর্বে অঙ্কুরিত চারা, ২ চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড অথবা আখের ডগা ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার একই জাতের অন্য জমি (যেটা মুড়ি থাকবে না) থেকে আখের মোথা উঠিয়ে এনে অথবা একই জমির কিছু অংশ থেকে মোথা উঠিয়ে গ্যাপ পূরণ করা যায় তবে এক্ষেত্রে একই জমির যে জায়গা থেকে মোথা উঠানো হবে সেখানে পুনরায় নুতন করে বীজ দিয়ে আখ রোপন করতে হবে। মুড়ি আখের জমিতে স্টাবল সেভিং এবং শূন্যস্থান পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেচ দিতে পারলে ভাল হয়।

অন্যান্য পরিচর্যাঃ

(১) পরিমিত মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

(২) আখ ক্ষেতে পূর্ণ গোছা বা ক্যানোপি উৎপাদিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে ।

(৩) ঝাড় প্রতি ১২-১৫টি কুশি উৎপন্ন হলেই ঝাড়ের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

(৪) আখের গাছ যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য প্রথমে আলাদা ভাবে বেঁধে পরে ২-৩ টি করে ঝাড় একত্রে করে আড়া আড়ি ভাবে বেঁধে দিতে হবে।

মুড়ি আখে অধিক ইউরিয়া (নাইট্রোজেন) প্রয়োগের কারণঃ

প্রধান ফসল কাটার পর ভুগভস্থ অবশিষ্টাংশের পুরাতন শিকড় দ্বারা আখ গাছ প্রাথমিক ভাবে সপ্তাহের মধ্যে পুরাতন শিকড় গুলির কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং নতুন গজানো শিকড় গুলির দ্বারা পুষ্টি উপাদান নিয়ে থাকে। পুরাতন শিকড়গুলির দ্বারা নতুন গজানো শিকড় বেষ্টিত থাকে। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে পুরাতন শিকড় গুলির পঁচানো কার্যাদি বৃদ্ধি পায়। তাই মূল আখ কাটার পর অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

প্রি-জারমিনেটেড বীজ খন্ড দ্বারা আখ রোপন

মোঃ হেদায়েতুল্যা
উপ-ব্যবস্থাপক (ঋণ)

বীজ আখে অঙ্কুরোদগমের অনুকূল তাপমাত্রা হলো ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রায় বীজ আখ ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে শতকার ৬০ থেকে ৭০ ভাগ অঙ্কুরিত হয়অ বাংলাদেশে সাধারণত আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাসে এ তাপমাত্র বিরাজ করে। নভেম্বরের পর হতে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে। এ সময় প্রচলিত পদ্ধতিতে আখ রোপন করে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগের বেশি অংকুরোদগম পাওয়া যায় না। বীজের গুণগতমান ও মাটির আর্দ্রতা ভাল থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে অংকুরোদগমের হার শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করে আখের ফলন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রি-জারমিনেটেড পদ্ধতিতে সফলতা নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতে হবে।

১। রোগ ও পেকামাকড় মুক্ত অক্ষত সুস্পষ্ট চোখ বিশিষ্ট গুণগত মানের আখ বীজ হতে দুচোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড তৈরী করতে হবে।

২। বীজখন্ডগুলো বীজ শোধক ঔষধ দিয়ে শোধন করে রোদযুক্ত স্থানে ছোট ছোট স্পট আকারে সাজিয়ে রাখতে হবে।

৩। স্তুপগুলেঅ খড়কুটা বা শুকানো আখের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪। শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্র সংরক্ষণের জন্য বীজ খন্ডের স্তুপগুলো খড়কুটার পরিবর্তে কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে একই ভাবে মাঝে মাঝে পলিথিন উঠিয়ে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫। স্তুপের নিচের মাটিতে উঁইপোকার আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে মাটিতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে ।

৬। এ পদ্ধতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বীজখন্ডের চোখ ফুটতে ৮ থেকে ১০ দিন সময় লাগতে পারে।

৭। রোপনের পূর্বে অবশ্যই যে সকল বীজের চোখ অংকুরিত হয়নি তা বেছে বাদ দিতে হবে।

৮। প্রি-জারমিনেটেড বীজ খন্ড গুলো সাবধানে পরিবহণ করতে হবে এবং খুব যত্ন সহকারে নালায় রোপন করতে হবে যাতে বীজখন্ডের গজানো চোখ ভেঙ্গে না যায়।

১। আগাম রোপনের ক্ষেত্রে প্রি-জারমিনেটেড বীজখন্ডগুলো অন্তত ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে রোপন করতে হবে। নামলা রোপনের ক্ষেত্রে বীজ খন্ডগুলো মাথায় মাথায় রোপন করা উচিত।

আখচাষীদের প্রতি আবেদন

মোঃ গোলাম রব্বানী
উপব্যবস্থাপক (সিপি)

(১) কচিডগা, শিকড়, ময়লা আবর্জনামুক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সতেজ আখ মিলে সরবরাহ করুন।

(২) মরা, শুকনা, পোড়া ও পানিতে ডুবানো আখ মিলে বা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে সরবরাহ করবেন না।

(৩) আখের ছাল দিয়ে ১৫ থেকে ২০ কেজি ওজনের ছোট ছোট আঁটি বাধুন ।

(৪) পূর্জিতে উল্লেখিত তারিখে আঁখ সরবরাহ করুন, কোন ক্রমেই পূর্জি-বাসী করবেন না।

প্রথমে মুড়ি, ঈশ্বরদী-১৬ ও ঈশ্বরদী-২৬ জাতের আখ মিলে আগে সরবরাহ করুন। কোন অবস্থাতেই পূর্জি ও পাশ বই ছাড়া কেন্দ্র ও মিলগেটে আখের ওজন নেয়া হয় না।

উপদেষ্টা ঃ মো. আসহাব উদ্দিন, ভারঃ মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)
সম্পাদক ঃ মোঃ কাওছার আলী সরকার, ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)
কার্যকরী সদস্য ঃ মোসাঃ শামীমা পারভীন, ব্যবস্থাপক (বীঃপঃ এন্ড এগ্রো)
ঃ মোঃ গোলাম রব্বানী, উপ-ব্যবস্থাপক (সিপি)
ঃ মোঃ হেদায়েতুল্যা, উপ-ব্যবস্থাপক (ঋণ)

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ এর কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও সজিব প্রিন্টিং প্রেস, গোপালপুর হতে মুদ্রিত